W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA

File No. 188 /WBHRC/SMC/17

Date: 13.06.2017

News item published in the **EAI SAMAY** dated 13.06.2017
under heading "'রেফার রোগেই সঙ্কটে দগ্ধ শিশু'

The Commission directs the Principal Secretary, H. & F.W. Department, Govt. of W.B. to cause an enquiry into the matter and submit a report to this Commission by 13.07.2017.

Justice G.C. Gupta
Hon`ble Chairman

(N. Mukherjee)
Hon`ble Member

(M.S. Dwivedy)
Hon`ble Member

Prabir Mitra
Upload.
13.6.17

এই সময়, 13.06.2017

‘রেফার’ রোগেই সঙ্কটে দগ্ধ শিশু

এই সময়: বোমা ফেটে ডান হাতের কব্জি উড়ে গিয়েছিল। পুরো শরীর বীভৎসভাবে ঝলসে যায়। আহত শিশুকে ওই অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শহরের চারটি সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বছর ছ’য়েকের ছেলেকে নিয়ে দিনভর শহরের এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটতে হল আহত শিশুর বাবাকে।

রাজ্যে সুপার স্পেশ্যালিটি পিজি হাসপাতালে গিয়েও বিভ্রান্ত হতে হয় শিশুটির পরিবারকে। ঘুরপাক খেতে হয় জরুরি বিভাগ আর বার্ন ওয়ার্ডের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত খবর পান পিজি-র রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও যুব কল্যাণমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে সোমবার সন্ধেয় শিশু শল্য বিভাগে ভর্তি করা হয় বাচ্চাটিকে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিদান সত্ত্বেও কেন বার বার সঙ্কটজনক শিশুটিকে রেফার করে দায় সারছিল হাসপাতালগুলি, তার সদুত্তর মেলেনি।

স্বাস্থ্য চিকিৎসা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য অবশ্য ঘটনাটি পুরো না জেনে মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনা সম্পর্কে বিশদে খোঁজ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ফজলু মল্লিক ও ব্যবসায়ী দেবব্রত রায়কে আটক করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আরও দু’টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে।

শ্যামসুন্দর নামে ওই শিশুটি বাসন্তী থানার সোনাখালি গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার সকালে ছাদে খেলতে গিয়েছিল সে। বাবা ভোলা দাসের কথায়, ‘আচমকা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ছাদে যাই। দেখি, এক প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদ লাগোয়া টিনের কার্নিশে রক্তাক্ত, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছেলে।’

মন্ত্রীর কথায় ভর্তি পিজি-তে

শিশুটির ডানহাতের কব্জি উড়ে গিয়েছিল, চোখে আঘাত, শরীরের অনেক ক্ষতচিহ্ন। শিশুটিকে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক সেলাই ও ব্যান্ডেজ করে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এর পরই শুরু ভোগান্তি। সকাল এগারোটা নাগাদ আহত শিশুকে নিয়ে প্রথমে ক্যানিং হাসপাতালে যাওয়া হয়।

প্রতিবেশী বিশ্ব সর্দারের অভিযোগ, সেখান থেকে রেফার করা হয় পার্ক সার্কাসের চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে। সেখানে জরুরি বিভাগে ডাক্তার পরীক্ষা করে শিয়ালদহের এনআরএস হাসপাতালে রেফার করেন।

এনআরএসেও ভর্তি নেওয়া হয়নি শিশুটিকে। পরিবারের লোকজনকে অবশ্য কারণ জানানো হয়নি। ভোলা দাস বলেন, ‘জরুরি বিভাগের ডাক্তার কলেজ স্ট্রিটের মেডিক্যাল কলেজ যেতে বলেন। আমরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েই পিজিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।’

বিকেল চারটে নাগাদ পিজি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয় শ্যামসুন্দরকে। জরুরি বিভাগ থেকে তাকে পাঠানো হয় রোনাল্ড রস বিল্ডিংয়ের বার্ন ওয়ার্ডে। সেখানেও প্লাস্টিক সার্জারির ডাক্তার আহত শিশুকে পরীক্ষা করে ফের জরুরি বিভাগে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিভ্রান্ত পরিবার ফের জরুরি বিভাগে যায়। বিশ্ব সর্দারের অভিযোগ, ‘জরুরি বিভাগে উপস্থিত ব্যক্তি ফের শ্যামসুন্দরের কাগজ দেখতে অস্বীকার করেন। তিনি ডাক্তার কিনা জানি না।’ এমনকি সমস্যার কথা জানাতে প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে অধিকর্তা অজয় রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে নিরাপত্তারক্ষীরা শিশুর পরিজনকে আটকে দেয় বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমে খবর পেয়ে উদ্যোগী হন অরূপ বিশ্বাস। তিনি শিশুটির সুষ্ঠু চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন।

এই সময়-এর মত

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ এবং মানবিকতার দাবি, কোনও কিছুতেই কেন কর্ণপাত করল না চারটি সরকারি হাসপাতাল, তা বিস্ময়কর। বোমায় জখম ছ’বছরের শিশু পাঁচ ঘণ্টারও বেশি চিকিৎসাই পেল না। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী এগিয়ে না-এলে হয়তো হয়রানিই চলত। পুরো ঘটনাটি রাজ্যের ঢিলেঢালা চিকিৎসা পরিকাঠামোর ইঙ্গিতবাহী।